জীবন-সমস্যার মীমাংসা

প্রিয় বন্ধুরা,

যোগের মূল উদ্দেশ্য হল পরমের সঙ্গে মিলন। আর আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল এই লক্ষ্যের সঙ্গে, নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে একীভূত করার হেতু।

আমাদের প্রিয় ভাই ডঃ ইচাক অডিজেস একজন নেতৃস্থানীয় ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ; তিনি কীভাবে এই উদ্দেশ্যর সঙ্গে আমাদের একীভূত হওয়া সম্ভব, তার একটি সহজ অনুপাত প্রদান করেন। যদিও অনুপাতটি নানান সংস্থার জন্য উদ্দিষ্ট , তথাপি আমরা অভ্যাসীরা যারা আধ্যাত্মিকতার পথে একটি সফল পরিনতি চাই, তাদের জন্যেও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য।

অনুপাতটি নিম্নরূপ:

$$f\left\{\frac{\text{বাহ্যিক সংহতি}}{\text{অন্ত:স্থ অসংহতি বা বিভেদ}}\right\}$$

ভগ্নাংশের হর একটি সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভেদ, এর সংঘাত এবং অসঙ্গতি ও অনৈক্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। আর ভগ্নাংশের লব ওই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সঙ্গে একীভূত হওয়ার সাফল্যকে প্রকাশ করে। এখন, সাফল্য অভ্যন্তরীণ বিভেদের মাত্রার সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিকভাবে যুক্ত।

একটি সাধারণ উদাহরণ: চাকায় সরবরাহ করার জন্য একটি গাড়ির ইঞ্জিন ১০০ ব্রেক হর্সপাওয়ার (বিএইচপি) শক্তি উৎপন্ন করে, কিন্তু কার্যত সেই শক্তির কতটুকু চাকায় পৌঁছায়? সবটা মোটেও পৌঁছায় না। এর কিছু অংশ ঘর্ষণ এবং প্রেষণে ক্ষয় হয় বা হ্রাস পায়। শুধুমাত্র সেই শক্তি যা সেই ক্ষয়ের পরেও অবশিষ্ট থাকে তা চাকায় গিয়ে পৌঁছায়। যখন একটি গাড়ি ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তখন শক্তি ক্ষয় কম হয়, ফলে আরও বেশি শক্তি চাকায় পৌঁছায়, এইভাবে গাড়ি ব্যবহারের উদ্দেশ্য আরও ভালভাবে পূরণ করা হয়।

একটি প্রতিষ্ঠানের সীমিত শক্তি অনুমানযোগ্যভাবে প্রবাহিত হয়। এটি প্রথমে তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বিভেদ তথা অন্তস্থ সংঘাত ও অদক্ষতা দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদার জন্য যত বেশি শক্তি নিয়োজিত করা হয় , সংস্থার উদ্দেশ্যকে উৎসর্গ করার জন্য তত কম শক্তি পাওয়া যায়।

আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আমাদের জন্যও এই একই সত্য বিদ্যমান। আমরা যত বেশি নিজেদের মধ্যে আমাদের অভ্যন্তরীণ জটিলতা বা বিভেদগুলো নিয়ে জট পাকাই বা জড়িয়ে পড়ি, ঠিক ততটাই কম আমরা আমাদের প্রকৃত লক্ষ্যের সঙ্গে একীভূত হতে পারি। সহজ মার্গ এই সমস্যার সমাধান দেয়। সহজ মার্গের ঐতিহ্যে, আমরা একটি আধ্যাত্মিক যাত্রা করি, একটি অন্তরস্থ যাত্রা, যেখানে আমরা সত্তার তিনটি ঊর্ধ্বগামী অস্তিত্বের স্তরের সাথে যুক্ত তেরোটি চক্রের মধ্য দিয়ে চলে যাই যা হৃদয় অঞ্চল (পিন্ডা প্রদেশ), মন অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চল নামে পরিচিত। এই অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়ে বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ক্রমবর্ধমান একীকরণ খুঁজে পাই, যেখানে আমরা বিবর্তিত হলে ফলাফলটি হয় ক্রমবর্ধমান বিভেদ।

সহজ মার্গের ঐতিহ্যে, আমরা একটি আধ্যাত্মিক যাত্রা করি, একটি অন্তরস্থ যাত্রা, যেখানে আমরা সত্তার তিনটি ঊর্ধ্বগামী অস্তিত্বের স্তরের সাথে যুক্ত তেরোটি চক্রের মধ্য দিয়ে চলে যাই যা হৃদয় অঞ্চল (পিন্ডা প্রদেশ), মন অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চল নামে পরিচিত। এই অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়ে বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ক্রমবর্ধমান একীকরণ খুঁজে পাই, যেখানে আমরা বিবর্তিত হলে ফলাফলটি হয় ক্রমবর্ধমান বিভেদ।

হৃদয় অঞ্চলের ৫টি Cs এবং ৫টি Ds

বুক এবং গলা মিলে হৃদয় অঞ্চলে মোট পাঁচটি চক্র রয়েছে৷ এই পাঁচটি চক্রের প্রত্যেকটি চিহ্নিত করা হয় একএকটি পঞ্চভূতের লক্ষণীয় উপস্থিতি দ্বারা , যা প্রকৃতির পাঁচটি অপরিহার্য উপাদান৷

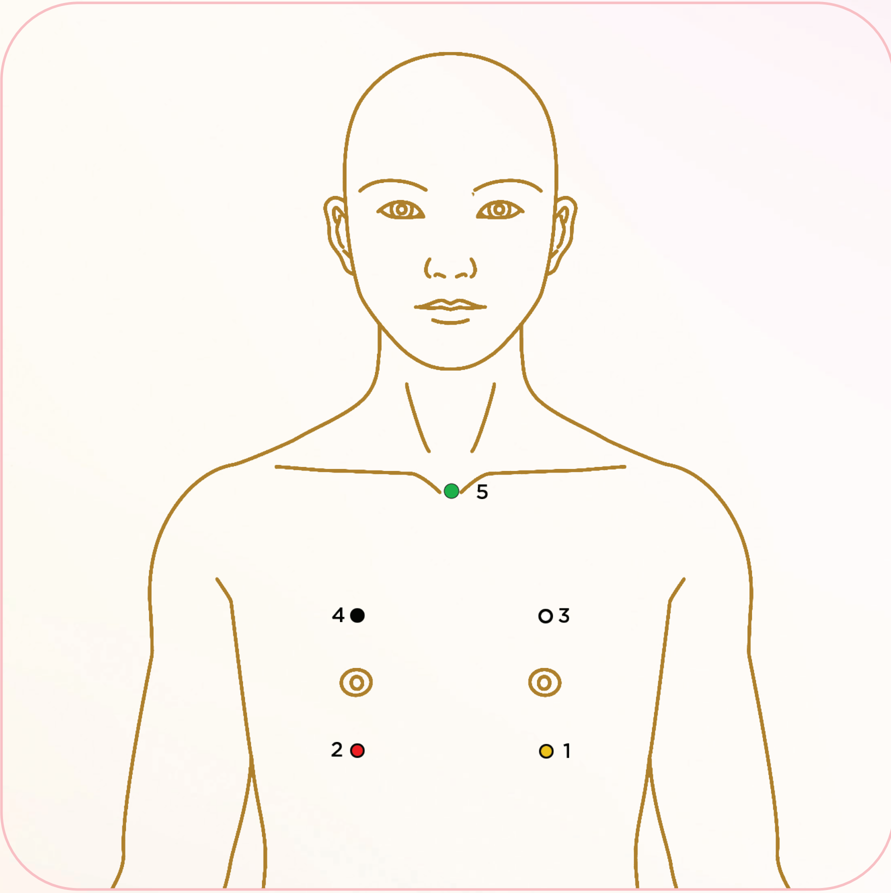

চক্র ১
ক্ষিতি বা পৃথিবী
(পৃথ্বী)

চক্র ২
ব্যোম বা মহাশূন্য
(আকাশ)

চক্র ৩
তেজ বা অগ্নি
(অগ্নি)

চক্র ৪
অপ বা জল
(জল)

চক্র ৫
মরুৎ বা বায়ু
(বায়ু)

প্রতিটি চক্রেও এই পঞ্চভূত থেকে উদ্ভূত বিপরীতধর্মী গুণের নিজস্ব অনন্য জুড়ি রয়েছে।

আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে ইতিবাচক গুণাবলী সবগুলোই সি(C) অক্ষর দিয়ে শুরু হয় এবং নেতিবাচক গুণাবলী সবগুলোই ডি(D) অক্ষর দিয়ে শুরু হয়। আমরা সেগুলোকে “পাঁচটি Cs” এবং “পাঁচটি Ds” হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। পাঁচটি Cs এবং পাঁচটি Ds প্রায়শই দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে, ও বারবারই ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক হয় এবং আবার ফিরে আসে। এইভাবে, আমরা একটি অস্থিরতা এবং অসংহতির অবস্থার মধ্যে থাকি।

আমাদের অবস্থা বা ভাব হামেশাই Cs এবং Ds-এর মিশ্রণে গঠিত হয়। এক স্তরে সন্তুষ্টি থাকতে পারে, যখন আমরা অন্য স্তরে অশান্তি ভোগ করি। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের অন্তর্জগতের অবস্থা বা ভাব জটিলতায় পরিপূর্ণ।

চক্রের কাজ কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়? যখন কোনকিছুই হস্তক্ষেপ করে না, চক্রগুলি স্বাভাবিকভাবেই সংহতি বা একীকরণের দিকে ঝুঁকে থাকে; শুধুমাত্র বিভেদের অবস্থার একাধিক কারণ রয়েছে। এই কারণগুলির মধ্যে প্রধান হল সংস্কারের উপস্থিতি।

সংস্কার হল অতীতের ঘটনাগুলির ছাপ যা আমাদের চেতনার গভীরে থাকে। এই ছাপ শুধুমাত্র একটি অতীত ঘটনার স্মৃতিই বহন করে না, এর সঙ্গে সম্পর্কিত আবেগও বহন করে। বর্তমান মুহূর্তের কিছু যখন আমাদের মধ্যে সংস্কার হিসাবে অঙ্কিত একটি অতীতের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তখন সেই নতুন সংস্কারটি মূল সংস্কার গঠিত হবার সময় উপস্থিত আবেগকে উন্মুক্ত করে দেয়। এটি মগ্নচৈতন্য স্তরে ঘটে, অতীতের ঘটনা আমরা সচেতনভাবে মনে রাখি বা না রাখি। আমরা অতীতের আবেগগুলিকে বর্তমান পরিস্থিতির উপর চাপিয়ে দিই, ফলত অতীতের আবেগগুলি আমাদের উপস্থিত চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে, যা আমাদের বর্তমান মুহূর্তটিকে ভুল ব্যাখ্যা করার ইন্ধন জোগায়। মৌলিকভাবে, অতীতে আমরা যে জিনিসগুলি পছন্দ বা অপছন্দ করেছি তাহাই আমাদের বর্তমান সময়ে ঘটতে থাকা জিনিসগুলিকে পছন্দ বা অপছন্দ করতে প্রভাবিত করে।

তদুপরি, সংস্কারগুলি তামসিক, রাজসিক বা সাত্ত্বিক হতে পারে। তম, রজ এবং সত্ত্ব হল ত্রিগুণ যা প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম। গুনগুলো কী? অচেতন সত্তা, প্রকৃতি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে স্পন্দিত হয় যা চেতনা বহন করে এবং এর অভিব্যক্তি নির্ধারণ করে। প্রকৃতির তিনটি প্রাথমিক স্পন্দন হল তম, রজ এবং সত্ত্ব। এই তিনটি স্পন্দন চেতনার অভিব্যক্তিকে রূপান্তরিত করে, যার ফলে তা তামসিক, রাজসিক বা সাত্ত্বিক হয়ে ওঠে। পূজ্য লালাজী মহারাজ চেতনার উপর গুনগুলির প্রভাব ব্যাখ্যা করেছেন:

অতীতে আমরা যে জিনিসগুলি পছন্দ করেছি বা
অপছন্দ করেছি তার উপর ভিত্তি করেই বর্তমান
সময়ে ঘটতে থাকা জিনিসগুলিকে আমাদের পছন্দ বা
অপছন্দ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

"তমকে অজ্ঞতা, শ্রমবিমুখতা, অলসতা, স্থূলতা, বিভ্রান্তি ইত্যাদি হিসাবে গণ্য করা হয়। এইসবই প্রাথমিক বা মৌলিক অনুভূতি বা বোধশক্তি প্রকাশ করে। রজকে মধ্যম, বা কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র বলা হয়। এর স্বভাব সংগ্রাম, চঞ্চলতা, চিন্তাভাবনা ইত্যাদি। এটি সর্বদা অস্তিত্বের মধ্যমস্তরকে নির্দেশ করে। সত্ত্ব অর্থ আনন্দ, সম্মতি, উচ্চতা, সূক্ষ্মতা, পবিত্রতা এবং মহত্ত্ব। এটি সর্বোচ্চ। এই সংজ্ঞা বা অর্থই সর্বদা গৃহীত হয়।"

তিনটি গুণের প্রতি আমাদের প্ররোচনা এবং বিদ্বেষ আমাদেরকে সেই অনুযায়ী সংস্কার সংগ্রহ করায়, যা তামসিক, রাজসিক এবং সাত্ত্বিক প্রবণতার বিকাশের দিকে পরিচালিত করে।

একটি সংস্কার সক্রিয় হলে তা হৃদয়ের চক্র দিয়ে তৈরি ক্ষেত্রের দ্বারা ইতিবাচক বা নেতিবাচক আবেগের কিছু স্তর তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি সংস্কারিক ইচ্ছা পূর্ণ হয়, প্রথম চক্রটি তৃপ্তি সহকারে স্পন্দিত হয়। যাইহোক, আবার সেই ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেলে একই চক্র অসন্তুষ্ট হয়ে কম্পন করবে। বিপরীতভাবে, ঘোর অপছন্দের বস্তুর সাথে যোগাযোগ একটি নির্দিষ্ট স্তরে অসন্তোষ তৈরি করে।

যদি একটি সংস্কারমূলক ইচ্ছা কিছু সময়ের জন্য অপূর্ণ থেকে যায়, অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। অবশেষে, দ্বিতীয় চক্রতেও আপসে বাধ্য হয়, ফলতঃ এর প্রশান্তিও বিশৃঙ্খলাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই ব্যাঘাত তৃতীয় চক্রে অসন্তুষ্টি এবং চতুর্থ চক্রে নিরুৎসাহ রূপে প্রকাশিত হতে পারে। এর ফলে পরবর্তী ধাপে চিন্তা প্রক্রিয়াটি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, ফলত পঞ্চম চক্রে বিপর্যয় আসে ও ভুল বোঝাবুঝির দিকে নিয়ে যায়।

একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সফলভাবে পৌঁছাতে ইতিবাচক C এবং নেতিবাচক D গুলি মতামত হিসাবে কাজ করে। ধরা যাক, সেই লক্ষ্যটি সংস্কারমূলক - একটি ইচ্ছে অথবা অনিচ্ছে - সেক্ষেত্রে আমরা সেই ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে C বা D গুলি অনুভব করি। প্রকৃতপক্ষে, সংস্কারগুলি কম্পিউটার ভাইরাসের মতো: তারা চক্র প্রণালীকে সংক্রামিত করে এবং এর ক্রিয়াকলাপের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। যখন সংস্কার নিয়ন্ত্রণে থাকে, তখন আমরা C-এর অবস্থা গুলি অনুভব করার জন্য সংস্কারের পূর্ণতার উপর নির্ভর করি। অন্যথায়, আমরা D-স্তরে, দুর্দশায় থাকি।

গুণগুলো কী? অচেতন সত্তা, প্রকৃতি, নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে কম্পন করে যা চেতনা বহন করে এবং এর অভিব্যক্তি নির্ধারণ করে। প্রকৃতির তিনটি প্রাথমিক কম্পাঙ্ক হল তম, রজ এবং সত্ত্ব। এই তিনটি কম্পন চেতনার অভিব্যক্তিকে পরিবর্তন করে, যার ফলে তা তামসিক, রাজসিক বা সাত্ত্বিক হয়ে ওঠে।

পরিপূর্ণতা, যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল, তা অস্থায়ী এবং অবাস্তব। বাস্তব পূর্ণতায়, একজন স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণতা এবং অপূর্ণতার সমস্ত ধারণা ভুলে যায় এবং এর পরিবর্তে এমন একটি হালকা অবস্থায় থাকে যেখানে Cs এবং Ds এর মধ্যে কেবলমাত্র ন্যূনতম দোদুল্যমানতা থাকে।

পরিপূর্ণতা, যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল, তা অস্থায়ী এবং অবাস্তব। বাস্তব পূর্ণতায়, একজন স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণতা এবং অপূর্ণতার সমস্ত ধারণা ভুলে যায় এবং এর পরিবর্তে এমন একটি হালকা অবস্থায় থাকে যেখানে C এবং D গুলির মধ্যে কেবলমাত্র ন্যূনতম দোদুল্যমানতা থাকে। এটি কার্যকরীভাবে একটি ভারসাম্যের অবস্থা, একটি পেন্ডুলামের চির-সংকীর্ণ বক্রপথের মতো, যা ধীরে ধীরে তার গতিপথের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে স্থির হয়, এদিকেও যায় না ওদিকেও যায় না।

পূজনীয় বাবুজী এই ভারসাম্যের অবস্থাটিকে এই বাক্যাংশ দিয়ে বর্ণনা করেছেন, "এটি এবং ওটি এখন চলে গেছে", যার অর্থ বিপরীতের দোদুল্যমানতা বা দ্বন্দ্বগুলি অতিক্রম করেছে। যখন "এটি এবং ওটি চলে গেছে ", তখন বিপরীতের মধ্যে দোলাচল এতই সূক্ষ্ম হয় যে বিপরীতগুলি প্রায় একই হয়ে যায়। তাই এই অবস্থাকে বলা হয় অব্যক্তগতি, "বিভেদহীন অবস্থা"। ব্যক্ত অর্থ "প্রকাশিত", তাই অব্যক্ত মানে "অপ্রকাশিত।" ওই দ্বন্দ্বগুলি বা বিপরীতগুলি অপ্রকাশিত থাকলেও তা তাদের বিলুপ্তি বোঝায় না। দ্বন্দ্বগুলি বিদ্যমান তবুও তারা অপ্রকাশিত থাকে। অর্থাৎ, তারা সম্ভাব্য যে কোন সময় প্রকট হতে পারে - এবং তারা হয় । তারা প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়। তাদের প্রকাশের একটি কারণ হল C এবং D গুলি নির্গমনের মাধ্যমে আমাদেরকে উৎসাহিত করা ও পথপ্রদর্শন করা অথবা পর্যায়ক্রমে, আমাদের সতর্ক করা।

বিভিন্ন চক্রের স্পন্দনের নিদর্শনগুলির বিশেষ স্বাক্ষর রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা আমাদের সন্তান বা স্ত্রী বা ব্যবসায়িক সহকর্মীদের সাথে মেলামেশা করি। আমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে থাকার মধ্যে আমরা যে আরাম এবং অসাধারণ শান্তি পাই তা অনন্য। এক মুহূর্তের জন্য কল্পনা করুন যে আপনার ছেলে আপনার কোলে বসে আছে। আপনার হৃদয়ের ভিতরের স্পন্দনশীল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন। এমনকি যখন একটি শিশু খেলনার জন্য বায়না করে, বা পরে যখন সে একটি অবাধ্য কিশোর হয় ওঠে , যে মুহূর্তে সে এসে আপনার পাশে এসে বসে, আপনার হৃদয়ের স্পন্দনশীল অবস্থাটি পর্যবেক্ষণ করুন। আপনার সম্পর্ক যতই সমস্যাযুক্ত হোক না কেন, তার সঙ্গে চুপচাপ বসে থাকাটাও একটি নির্দিষ্ট স্পন্দিত অবস্থা তৈরি করে আমাদের দ্বিতীয় চক্রে , যা আত্মার সাথে সংযুক্ত। কারণ, প্রথমত, এটি আমাদের প্রিয়জনের আত্মা যে আমাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে এবং আমাদেরকে পিতামাতা হিসাবে বেছে নিয়েছে । গর্ভধারণের অনেক আগে থেকেই সেখানে কিছু স্তরের অনুরণন ছিল।

মাঝে মাঝে এই বন্ধন এতটা জটিল ও কঠোর হয়ে ওঠে, আমরা সম্পর্ক সম্বন্ধে খেই হারিয়ে ফেলি আর চিৎকার করে বলি, "কেন এই সন্তানই!" তবুও, এই একই বন্ধন শেষ পর্যন্ত আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে, শান্তি স্থাপন করে।

যখন “এটি এবং ওটি চলে গেছে”, তখন বিপরীতের মধ্যে দোলাচল এতই সূক্ষ্ম হয় যে বিপরীতগুলি প্রায় একই হয়ে যায়। তাই এই স্তরকে বলা হয় অব্যক্তগতি, “বিভেদহীন স্তর”।

উভয় পরিস্থিতিতে, দ্বিতীয় চক্রের স্পন্দনগুলি অনেককিছু বোঝায়। যখন আমরা আত্মচক্রে স্পন্দন অনুভব করি এবং প্রশান্তি পাই, তখন আমরা অনুমান করতে পারি যে সেখানে কিছু স্তরের আত্মীক অনুরণন আছে। সেই সময়ে, এই চক্রে হালকাভাব বা স্নিগ্ধতার অনুভূতি থাকে। এই শান্তি অনুভব করার সময়, আমরা যদি তৃতীয় চক্রে স্পন্দন অনুভব করি এবং অনুভূতিটি ভারী না হয়ে গলে যাওয়ার মতো নরম হয়, তবে আমরা আরও আত্মবিশ্বাসের সাথে অনুমান করতে পারি যে এই সম্পর্কটি আত্মীক ভাবপূর্ন হতে চলেছে। আরও নিশ্চিতকরে বোঝার উপায় হলো যে হৃদয় এক মুক্ত, বোঝাহীন, বিস্তৃত, হালকা এবং আনন্দের বোধ করবে, আর এটি তখনই ঘটে যখন আমাদের বিবর্তনের জন্য ভাল কিছু ঘটতে চলেছে। সেজন্য আমরা আমাদের মাস্টারদের মতো মহান ব্যক্তিত্বের পাশে বসে অতুলনীয় আনন্দ অনুভব করি। এই ধরণের সংকেতের উপর ভিত্তি করে, আমরা এক নিরাপদ উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে একটি মজবুত সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং তা ফলপ্রসূ হবে। বিপরীতক্রমে , যদি তৃতীয় চক্রে ভারীভাব এবং প্রথম চক্রে অন্তত কিছুটা ভারীভাব থাকে তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা ভালো যে এই সম্পর্কটি কার্যকর হবে না।

জীবনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, আপনি এমনও অনুভব করতে পারেন যেন পুরো গঠনতন্ত্রটি দুটি বিশাল পাহাড়ের মধ্যে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যখন আপনার এমন অনুভূতি হয় যে আপনি চূর্ণবিচূর্ণ বা নিষ্পিষ্ট হচ্ছেন, তখন আপনি যা অনুসরণ করছেন, অনুগ্রহ করে তা বাদ দিন। তদ্ব্যতীত, যদি একজন ব্যক্তির উপস্থিতিতে আপনার প্রশান্তি বিঘ্নিত হয় এবং দ্বিতীয় চক্রে ভারীভাব অনুভূত হয়, তবে জেনে রাখুন যে এই সম্পর্কটি পরিত্যাগ করা উচিত।

C এবং D উভয়েই মনোযোগ দেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, চতুর্থ চক্র থেকে উদ্ভূত সাহসের অভাব, আপনি বিবেচনা করছেন এমন একটি কাজ পরিত্যাগ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত হতে পারে । কল্পনা করুন যদি আপনার সবসময় সাহস থাকে। আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন: কিসের জন্য সাহস? উদাহরণ স্বরূপ, অনৈতিক কিছু করার সাহস কি কখনও কাজে লাগে? কখনও কখনও, পঞ্চম চক্র আপনাকে কোন স্পষ্টতা প্রদান করে না। আপনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, “আমি কিসের জন্য এই স্পষ্টতা ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছি?” এতে হৃদয়েরই উদ্দেশ্য কী? আপনি যদি সেই স্পষ্টতার সঙ্গে কিছু ভুল করার উপক্রম করছেন, তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন যে আপনার কাছে তা নেই।

মনের অঞ্চলে “সে ও আমি”-র প্রসার

হৃদয় অঞ্চলে যেখানে পাঁচটি দ্বৈততা রয়েছে (পাঁচটি চক্রের প্রতিটির জন্য একটি দ্বৈত), মনের অঞ্চলে কেবলমাত্র একটি : সে এবং আমি, অর্থাৎ প্রভু এবং আমি নিজেই। আমি যত বেশি উপস্থিত থাকি, তিনি তত কম উপস্থিত,

এবং আমি যত কম উপস্থিত থাকি, তিনি তত বেশি বিরাজ করেন। মন অঞ্চলের শিক্ষা হল নিজেকে নির্মূল করা এবং নিশ্চিত করা যে শুধুমাত্র তিনিই আপনার জীবনে রাজত্ব করছেন বা আধিপত্য বিস্তার করে আছেন।

তাঁর এক সহযোগীকে লেখা চিঠিতে বাবুজী লিখেছিলেন, "তাঁর স্মরণ ছাড়া হারিয়ে যাওয়া এক মিনিটও অনুতাপ ভরে যাওয়া উচিত।" এটি ইহুদি ধারণার পাপ বা হতাকে স্মরণ করায়, যার অর্থ বিপথগামী হওয়া বা উৎস থেকে দূরে সরে যাওয়া। এটি আপনার সেল ফোনটিকে বিমান মোডে রাখার মতো: সংকেতটি সর্বদা উপস্থিত, কিন্তু আপনি এটি গ্রহণ করা থেকে নিজেকে অবরুদ্ধ করেছেন। একইভাবে, আমরা যাকে ঐশ্বরিক সংকেত বলতে পারি তা সর্বদা আমাদের কাছেই থাকে। আমাদের কেবল এটিকে গ্রহণ করার মানসিকতায় ও অবস্থায় থাকতে হবে। হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির মুহূর্তগুলোর জন্য অনুতপ্ত হওয়ার অর্থ হতাশা বা অপরাধবোধে পড়ে যাওয়া বা মনঃক্ষুন্ন হওয়া নয়। অনুতাপ হল আত্মবিশ্বাসের সাথে উৎসে ফিরে যাওয়ার সংকল্প করা। এটি হলো প্রেম যা আমাদের পথ প্রশস্ত করে।

শারীরিক অস্তিত্বের স্তরে, প্রেম প্রকাশ পায় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, কাম ও কামুকতা হিসাবে। সৃষ্টির বস্তুগত বৈশিষ্ট্য তম-এর সাথে নিজেদেরকে চিহ্নিত করে আমরা তামসিক স্তরে পূর্ণতা খুঁজি। দৈহিক সুখ কখনো হৃদয়কে তৃপ্ত করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, কাম পূর্ণ হওয়ার পরে, হৃদয়ের সন্তুষ্টির অভাব দুই ব্যক্তির মধ্যে বৃহত্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে, যার কারণে অনুশোচনা তৈরি হয়।

মানসিক অস্তিত্বের স্তরে, ভালবাসা প্রকাশিত হয় প্রেম রূপে, আবেগপূর্ণ মানসিক প্রেম হিসেবে। মন ও আবেগের রাজসিক এবং অত্যন্ত পরিবর্তনশীল অস্তিত্বের স্তরের সঙ্গে নিজেদেরকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে আমরা সেই স্তরে পরিপূর্ণতা খুঁজি। যাইহোক, রাজসিক পূর্ণতা তার অন্তর্নিহিত অস্থিরতার কারণে সর্বদা অধরা। রজ দ্বারা উৎপাদিত অস্থিরতার কারণে, প্রেমী অনিশ্চিত থেকে যায়, ক্রমাগত সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়ন করে, অতীতের ঘটনা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করে। প্রেমের রাজ্যে পূর্ণতা কখনই নিশ্চিতনিরাপদ নয় এবং সর্বদা কিছু স্তরের এদিক ওদিক জড়িত থাকে।

আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের স্তরে, ঈশ্বরের প্রতি সর্বোচ্চ সংযুক্তির উদ্দেশ্যে প্রেম ভক্তির দিকে আরোহণ করতে পারে, এই শর্তে যে এটি ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীর প্রতি আসক্তিও ছাড়িয়ে চলে যায়, যার অর্থ হলো সত্ত্বগুণ। ভগবান

আমি যত বেশি উপস্থিত থাকি, তিনি তত কম উপস্থিত থাকেন এবং আমি যত কম উপস্থিত থাকি, তিনি তত বেশি বিরাজ করেন। মন অঞ্চলের শিক্ষা হল নিজেকে নির্মূল করা এবং নিশ্চিত করা যে শুধুমাত্র তিনিই আপনার জীবনে রাজত্ব করছেন বা আধিপত্য বিস্তার করে আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ভক্তি সকল গুণের উর্ধ্বে। গুণাবলীর নেশায় মত্ত হয়ে আমরা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি না।

রূপ এবং বৈশিষ্ট্যের সাথে সংযুক্তি বাদ দিলে আমরা কেবলমাত্র নিরাকার এবং গুণহীন (নির্গুণ) এর মুখোমুখি হতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি শান্তি বা এমনকি ব্রহ্মবিদ্যা (ঐশ্বরিক জ্ঞান) সহ সাত্ত্বিক গুণাবলীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঈশ্বরের কাছে যাই, তাহলে পরমের সাথে আমাদের সম্পর্ক কলঙ্কিত হয়। সেই একক ইচ্ছার উপস্থিতির কারণে সম্পর্ক লেনদেনে পরিনত হয়ে যায়। আমরা যদি ঋষি অষ্টবক্রের উপদেশ অনুসরণ করি এবং ইচ্ছাকে বিষ হিসাবে বিবেচনা করি তবে আমরা বুঝতে পারব যে এক ফোঁটা বিষও পবিত্র সম্পর্ককে নষ্ট করতে পারে এবং ভক্তির পরিপক্কতাকে বিপন্ন করতে পারে।

ভক্তি গুরুর মানসিক গর্ভকে প্রভাবিত করে এবং ভক্তি যদি ভালবাসায় ভরা, শ্রদ্ধাপূর্ণ, কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে স্থির থাকে, তাহলে আলোকিত জগতে একটি নতুন সত্তা - আধ্যাত্মিক সত্তা - র জন্ম হয়। এটা আপনার নিজস্ব সত্তা । আপনি অন্য কারও সত্তা গ্রহণ করতে পারবেন না, ঠিক যেমন আপনি অন্য কারও ভক্তি অনুলিপি করতে পারবেন না।

প্রত্যেকেরই এমন একটি ঐশ্বরিক সত্তা - নিজস্ব দেবত্ব পাওয়ার জন্য বিবর্তিত হওয়া উচিত। অভ্যাসীকে তার মানসিক গর্ভে ধারণ করার জন্য মাস্টারের পূর্বশর্ত হল অভ্যাসী যেনো তার দিক থেকে ভালবাসার জন্য প্রেম করে,

আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের স্তরে, প্রেম ভক্তির দিকে আরোহণ করতে পারে, ঈশ্বরের প্রতি সর্বোচ্চ সংযুক্তি, এই শর্তে যে এটি ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীর প্রতি আসক্তি ছাড়িয়ে যায়, যার অর্থ সত্ত্বগুণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ভক্তি সকল গুণের উর্ধ্বে। গুণাবলীর নেশায় মত্ত হয়ে আমরা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি না।

আরাধনার খাতিরে উপাসনা করে এবং শ্রদ্ধার খাতিরে শ্রদ্ধা করে - প্রেম, আরাধনা এবং শ্রদ্ধার বিনিময় করার জন্য নয়। সেখানে কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা আকাঙ্খা থাকতে পারে না, কোনো ধরণের আশা বা চাহিদা পূরণের অপেক্ষাও থাকে না।

একজন ভক্ত শরণাগতির জীবনযাপন করে, যা একটি উদ্বেগ-মুক্ত আত্মসমর্পণের অবস্থা অর্থাৎ যেখানে তারা সুখীভাবে অসুরক্ষিত

থাকতে বেছে নেয়। শরণাগতিতে প্রেম আছে, কিন্তু প্রেমের ধারণা অনুপস্থিত; শ্রদ্ধা বর্তমান, কিন্তু “আমি শ্রদ্ধা করি” এই ধারণা অনুপস্থিত; কৃতজ্ঞতা বর্তমান, কিন্তু “আমি কৃতজ্ঞ” এই ধারণা লীন হয়েছে। এমনকি শরণাগতির

ধারণাও অনুপস্থিত, যেহেতু পাশবিক অহং সম্পূর্ণভাবে বশীভূত। গাছের জন্মের পরে বীজ অবশ্যই অদৃশ্য হয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক সত্তার জন্মের জন্য, "আমি" অদৃশ্য হতে হবে। তারপরে, আমরা বাবুজী মহারাজের অবস্থার কাছাকাছি যেতে পারি - যা হলো এক সূক্ষ্মভাব, যেখানে কারো উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরং তার চারপাশে ঘটে যাওয়া জিনিসগুলি এমনিই ঘটে যায়।

ভক্তি গুরুর মানসিক গর্ভকে প্রভাবিত করে এবং ভক্তি যদি ভালবাসায় ভরা, শ্রদ্ধাপূর্ণ, কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে স্থির থাকে, তাহলে একটি নতুন সত্তা - আধ্যাত্মিক সত্তা - উজ্জ্বল জগতের জন্ম হয়। এটা আপনার নিজস্ব সত্তা। আপনি অন্য কারও ভক্তি গ্রহণ করতে পারবেন না, যেমন আপনি অন্য কারও ভক্তি অনুলিপি করতে পারবেন না।

অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতার অবস্থা, যা আমরা কখনও কখনও নিজেদের মধ্যে খুঁজে পাই তার কারণ হলো অসংখ্য সংস্কার - যাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত জটিলতা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করে; তিনটি গুণ - যা আমাদের প্রকৃতিকে রঙীন করে এবং পিন্ড প্রদেশে উপস্থিত পাঁচটি দ্বৈততা। এই জটিলতার একটি উত্তর আছে। এটি "সে এবং আমি" এর সরল দ্বৈততা। নিম্ন প্রকৃতিকে লীন করে, তাঁর প্রকৃতি উপরিপৃষ্ঠে আসে এবং "তিনি এবং আমি" এর দ্বৈততা অবশেষে "তিনি" এর এককত্বে পরিণত হয়।

যেমন পূজ্য লালাজী মহারাজ লিখেছেন: "ঈশ্বর নিজেকে আপনার অন্তরে লুকিয়ে রেখেছেন এবং আপনাকে প্রকাশ করেছেন। নিজেকে আড়াল করুন এবং ঈশ্বরকে প্রকাশ করুন! এটাই আসল সাধনা।"

ভালবাসা ও শ্রদ্ধাসহ,
কমলেশ

২৩, ২৪ ও ২৫এ জুলাই ২০২২ ব্যাপী পূজ্য শ্রী চারীজী মহারাজের ৯৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লিখিত

২৩, ২৪ ও ২৫এ জুলাই ২০২২

heartfulness
advancing in love